দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ....12 MAY 2009
পৃ ১১ ৩

এটিএম বুথে ক্যাশ সরবরাহের স্বার্থে ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও এলিট ফোর্স চুক্তি

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ডাচ-বাংলা ব্যাংক যারা বর্তমানে দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ এটিএম নেটওয়ার্ক পরিচালনাকারী, সম্প্রতি এলিট ফোর্সের সঙ্গে তাদের এটিএম বুথগুলোতে ক্যাশ সরবরাহের নিমিত্তে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির আওতায় রাজিলালীন ভল্টিং সুবিধা, ক্যাশ সর্টি, ক্যাসেটিং, এটিএমে ক্যাশ সরবরাহ, মেশিন কর্তৃক বাতিলকৃত নোট সংগ্রহ এবং এটিএমগুলোর প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত। এ কাজের জন্য এলিট ফোর্স একটি অত্যাধুনিক ভল্টিং সুবিধা স্থাপন করেছে যা সম্পূর্ণভাবে বীমাকৃত। উল্লেখ্য, এলিট ফোর্স বর্তমানে সারাদেশে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ৭২টি শাখায় নিরাপত্তা সেবা দিচ্ছে। তাছাড়া এলিট ফোর্স অন্যান্য আরও ১৮টি ব্যাংকের সর্বমোট ২৯২টি শাখায় নিরাপত্তা (গার্ড, সুপারভাইজার, ইন্সপেক্টর, গানম্যান এবং ক্যাশ ক্যারিয়ে) সেবা দিচ্ছে। যার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ব্যাংক আল-ফালাহ, এক্সিম ব্যাংক, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, দি ট্রাস্ট ব্যাংক, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক এবং উত্তরা ব্যাংক উল্লেখযোগ্য।

জমিয়াতুল মোদাব্বেছীন রংপুর জেলা কমিটির সভা ১৪ মে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ আগামী ১৪ মে বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় খাপতাগাড়া বায়তুল মোকাররম কামিল মাদ্রাসার বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাব্বেছীন রংপুর জেলা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় রংপুর জেলা কমিটির সকল সদস্যকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ ইনামুল হক মাজেদী।

বিএনপির মাসব্যাপী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও উপজেলা সদরে মানববন্ধন কর্মসূচী, ১৯ মে মঙ্গলবার সকল মহানগর জেলা ও উপজেলা সদরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল, ২৪ মে রোববার মহানগর, জেলা ও উপজেলা সদরে মানববন্ধন, ২ জুন মঙ্গলবার মহানগর, জেলা ও উপজেলা সদরে প্রতিবাদ সমাবেশ এবং ৮ জুন সোমবার মহানগর, জেলা ও উপজেলা সদরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল। কর্মসূচী সফল করতে বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। এদিকে আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ডেকেছেন বিএনপি মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। ঢাকা মহানগরীর সংসদীয় আসনসমূহের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীগণ, মহানগরীর সকল থানা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা সিটি করপোরেশনের স্থায়ী কমিশনার, সহযোগী ও অঙ্গ-সংগঠনসমূহের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরীর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দেলোয়ার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থাসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করে-জনগণ এটাই চায়। গতকাল সন্ধ্যায় কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হসপিটালে প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা হাফিজুর রহমানকে দেখতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। বিএনপি মহাসচিব বলেন, আগে কোন ঘটনায় এতো ব্যাপকভাবে বিচারকরা বিস্মৃতবোধ করেছেন, এমন নজির আমার জানা নেই। এসময় ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক সফিউল বারী বাবুসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

৭ বছরের দুর্নীতি : এলজিইডি ওয়াসা

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

অধিদফতর কি করেছে, কোন প্রতিষ্ঠানটি গতিশীলতা হারিয়েছে, লোক নিয়োগে কি বাধা আছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কমিটির আগামী বৈঠকে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। ওয়াসার দুর্নীতি প্রসঙ্গে কমিটির সদস্যগণ বলেন, এখানেও প্র

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শরীফ আজিজ, পিএসসি (অবঃ), ব্যবস্থাপনা পরিচালক এলিট ফোর্স এবং অতুল জাশেম মোঃ সিরিন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডাচ-বাংলা ব্যাংক চুক্তিপত্র বিনিময় করেন

রাজধানীর আইন-শৃংখলার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুলিশ কমিশনার এ কে এম শহীদুল ইসলাম দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, মামলার রেকর্ড ও এলাকার লোকজনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৩০৬৩ জন অপরাধীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে থানা পুলিশ ও ঢাকা মহানগর পুলিশকে তালিকা নিয়ে অভিযান চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তালিকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পুলিশ কমিশনার বলেন, রাজধানীর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখার লক্ষ্যেই কাজ করছে ঢাকা মহানগর পুলিশ। পেশাদার অপরাধীদের গ্রেফতার এবং নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের কাজ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সূত্র জানায়, ২০০১ সালের ২৬ ডিসেম্বর ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর নাম ঘোষণা করে। পুরস্কার ঘোষণা করা হয় ওই সন্ত্রাসীদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু এর বাইরেও ছিল বহু সন্ত্রাসী। নানা কারণে তাদেরকে রাখা হয়েছিল তালিকার বাইরে। ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর মধ্যে সুরুজ বাইন, তানভিরুল ইসলাম জয় গ্রেফতার হয়ে কলকাতার কারাগারে রয়েছে। সুরুজ বাইনের সেকেন্ড ইন কমান্ড মোল্লা মাসুদ কোলকাতায় ধরে করেছে। শীর্ষসন্ত্রাসী মোহাম্মদপুরের হারিস, প্রকাশ বিশ্বাস, মহাবালির সৈয়দ ইমাম হোসেন, নাথালপাড়ার জব্বার মুন্না, শাহজাহানপুরের মানিক, পুরনো ঢাকার আগা শামীম বর্তমানে কলকাতার অবস্থান করছে। শীর্ষসন্ত্রাসী গোলাম রসুল ওরফে টোকাই সাগর রয়েছে আমেরিকায়। ভাড়ার সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের অবস্থান নিশ্চিত করতে পারছে না পুলিশ। শীর্ষসন্ত্রাসী বিকাশ, আরমান, কামাল পাশা ওরফে পাশা, খোরশেদ আলম ওরফে রাসু ড্রিজম সোহেল, আব্বাস ওরফে কিসার আব্বাস রয়েছে কারাগারে।

ঢাকা মহানগর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা মহানগর পুলিশের ৮টি বিভাগ থেকে সন্ত্রাসীদের তালিকা তৈরি করে কমিশনার অফিসে পাঠানো হয়। পরে এসব তালিকা যাচাই-বাছাই করে ৩০৬৩ জন সন্ত্রাসীর নাম চূড়ান্ত করা হয়। তালিকায় সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসী রয়েছে মতিঝিল বিভাগে। এর পরে রয়েছে মিরপুর ও গুলশান বিভাগের নাম। এর মধ্যে মতিঝিল বিভাগের ৪টি থানায় ৮৫১ জন, লালবাগ বিভাগের ৩টি থানায় ২৭৮ জন, ডেমরা বিভাগে ৫টি থানায় ৩০৩ জন, তেজগাঁও বিভাগের ৪টি থানায় ২৬৮ জন, মিরপুর বিভাগের ৫টি থানায় ৪৯৫ জন, গুলশান বিভাগের ৪টি থানায় ৩৫৬ জন এবং উত্তরা বিভাগের ৫টি থানায় ৩১৬ জন সন্ত্রাসীর নাম রয়েছে।

সূত্র জানায়, নতুন তালিকা তৈরির পাশাপাশি রাজধানী ঢাকা ও এর উপকণ্ঠ এলাকার অপরাধীদের তথ্য সংগ্রহে মাঠে নেমেছে পুলিশ-র‍্যাবের ২ হাজার গোয়েন্দা। রাজধানীর আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঢাকা মহানগর পুলিশ ও র‍্যাবের পক্ষ থেকে ওই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এলাকা ভিত্তিক অপরাধী ও এদের গডফাদারদের ক্রিমিন্যাল ক্রিমিনাল রেকর্ড (পিসিআর) সংগ্রহ করবে গোয়েন্দারা। একই সাথে এদের অস্ত্র-বিস্ফোরকের আস্তানা চিহ্নিত করতেও তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি চলছে গ্রেফতার অভিযান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, খুন, ছিনতাই, ডাকাতিসহ যে কোনো অপরাধ সংগঠনের পর দ্রুত কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্রুত পরামর্শ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে গোয়েন্দাদের। পর্যায়ক্রমে রাজধানীর অপরাধীদের সম্পর্কে নতুন করে তথ্য সংগ্রহে মাঠে নামবে র‍্যাব ও পুলিশ।

গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, জঙ্গী ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা যাতে গডফাদারদের শেল্টারে আবাসিক এলাকা ও বস্তিতে ঘাপটি মেরে থাকতে না পারে এজন্য ডিএমপির প্রতিটি থানা এলাকায় গোয়েন্দাদের বিশেষ টিম কাজ করছে। এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ চলছে। এ বিষয়েও জনগণকে সচেতন করতেও গোয়েন্দারা কাজ করবে বলে দায়িত্বশীল একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান।

র‍্যাব ও পুলিশের বেশ কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, রাজধানীতে অধিক জনসংখ্যার ফলে বস্তি ও আবাসিক এলাকাসহ নানা জায়গায় অপরাধীরা আত্মগোপন করে থাকার সুযোগ পায়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানো হলেও অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীরা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। অপরাধীদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে এদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। অপরাধীরা রাজধানী সলগ্ন জেলা থেকে ঢাকায় এসে হত্যা, ডাকাতিসহ নানা অপরাধের পর নিজ এলাকায় ফিরে যায়। অজ্ঞান ও মলমপার্টির সাথে জড়িত অপরাধীদের একটি বড় অংশ নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করে বলে তারা মন্তব্য করেন।

শ্রীলংকায় বেসামরিক

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

(সোমবার) বলেন, সপ্তাহজুড়ে ১৭'ও বেশি সিভিল মৃত্যুসহ বেসামরিক লোকের প্রচুর প্রাণহানি এটাই প্রমাণ করেছে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি এখন বাস্তবরূপ লাভ করেছে। এদিকে বেসামরিক লোকের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড নিয়ে সামরিক বাহিনী ও বিদ্রোহীরা পরস্পরকে দোষারোপ করছে। বিদ্রোহীরা বলছে, সামরিক বাহিনীর তীব্র অভিযানের কারণে বেসামরিক লোক হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। অপরপক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, মানবিক সংকট সৃষ্টি এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের আশায় বিদ্রোহীরা মটার হামলা চালাচ্ছে। মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, শ্রীলংকান বাহিনীর ওপর দোষ চাপানোর জন্য বিদ্রোহীরা নিজেদের লোকের উপর হামলা চালাচ্ছে।

মসজিদে গাউছুল আজমে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

সবাইকে মাহফিলে উপস্থিত থাকার জন্য জমিয়তুল মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

চতুর্থ বেঞ্চের অপারগতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আদালতের অবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তিনি বলেন, বিচারপতিগণ বারবার বিব্রতবোধ করে তাদের শপথ ভঙ্গ করেছেন। তারা আবেগ-অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন না-মর্মে শপথ নিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট বিচারকগণ যদি এ রিটের শুনানি গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন কেন? টিএইচ খান বলেন, সুশাসনের কথা বলে সারাদেশ যদি মধু আর দুধ দিয়ে ভরে ফেলা হয় আর যদি বিচার বিভাগের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে মধু আর দুধ মানুষের কোন উপকারে আসবে না।

বেগম খালেদা জিয়ার অপর কৌঁসুলি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, রোববার একটি বেঞ্চ বিব্রত হলেন। তিনি নাকি আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা থাকাকালে বাড়ীর ফাইলের ওপর মতামত দিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি নাকি এ মামলার শুনানি গ্রহণ করতে পারবেন না। এই বেঞ্চও বিব্রত হলেন। এখন প্রধান বিচারপতির কাছে ফাইলটা যাবে। ব্যারিস্টার মওদুদ বলেন, বিব্রতবোধের সুযোগ সুস্থির কোর্টের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। যেখানে খালেদা জিয়া নিজেই বিচার প্রার্থী হয়ে বিচার পাচ্ছেন না সেখানে সাধারণ মানুষ কি করে বিচার পাবে-চিন্তার বিষয়। তিনি বলেন, আমরা মনে করি বেগম জিয়া অবশ্যই বিচার পাবেন। আরও দুটি বেঞ্চ আমাদের রয়েছে। সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে সম্পূরক নোটিশ দিয়েছে আমরা এ নোটিশের জবাব দিয়েছি রোববার। সরকারকে ৫ দিনের সময় দিয়েছি। দ্বিতীয় নোটিশ প্রথাগত করে প্রথম নোটিশটি ছিলো বেআইনী।

এদিকে সরকারপক্ষের কৌঁসুলি অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল এম ইনায়েতুর রহিম বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার রিটের শুনানি গ্রহণে চতুর্থ বেঞ্চও অপারগতা প্রকাশ করেছেন। যে কোন বিচারপতি যে কোন শুনানি গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করতে পারেন। আজ তো বিচারপতি মহোদয় শুনানি গ্রহণে কেন অপরাগ তার প্রাউন্ড ব্যাখ্যা করেছেন।

এর আগে গত ৮ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে বেগম খালেদা জিয়াকে দেয়া শহীদ মইনুল রোডের বাড়ীর লিজ বাতিল করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ২০ এপ্রিল সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর বেগম খালেদা জিয়ার দখলে থাকা শহীদ মইনুল রোডস্থ ৬ নম্বর বাড়ীর ২.দুশমিক ৭২ একর জমি ও উপরস্থ ভবনাদির সবল ১৫ দিনের মধ্যে সরকারের অনুকূলে প্রত্যার্পণের নোটিশ দেয়। এ প্রেক্ষিতে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে ২৩ এপ্রিল পাল্টা দিল্যাল নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশে বেগম জিয়ার বাড়ীর লিজ বাতিলের সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য ৫ দিনের সময় বেঁধে দেয়া হয়। বেঁধে দেয়া সময়সীমা শেষ হয়ে যায় গত ৫ মে। সরকারের পক্ষ থেকে দিল্যাল নোটিশের কোন জবাব না দেয়ায় বেগম খালেদা জিয়া ৩ মে রিট করেন। এদিকে বাড়ী ছাড়ার নোটিশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় গত ৭ মে কারণ দর্শানোর জন্য আরও একটি নোটিশ পাঠানো হয় বেগম খালেদা জিয়াকে। গত ১০ মে সেটিও চ্যালেঞ্জ করে সম্পূরক আবেদন দেন বেগম জিয়া। গতকাল উভয় আবেদনের একত্র শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও সিনিয়র বিচারপতি মোহাম্মদ আলীয়ারউল হক শুনানি গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। প্রধান বিচারপতির নির্দেশনাক্রমে আজ (মঙ্গলবার) সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পূরক নোটিশের জবাব দিয়েছেন খালেদা জিয়া

বেগম খালেদা জিয়ার ক্যান্টনমেন্টস্থ বাড়ী ছাড়ার ব্যাপারে সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসনের দেয়া কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দিয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া। গত রোববার তার আইনজীবী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের চেম্বার থেকে ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকন এ জবাব দেন। ৭ মে সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসক মাহবুদ হুসেইন বেগম জিয়াকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে এটিকে ২০ এপ্রিল দেয়া নোটিশের 'সম্পূরক নোটিশ' বলে উল্লেখ করেন। সম্পূরক নোটিশে ১৫ দিনের মধ্যে জবাব দেয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়, এর মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া কোন জবাব না দিলে ধরে নেয়া হবে এ বিষয়ে তার কোন বক্তব্য নেই। এ প্রেক্ষিতেই সম্পূরক নোটিশের জবাব দেয়া হয়েছে বলে জানান বেগম খালেদা জিয়ার কৌঁসুলি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।

নোটিশে ৭ মে প্রেরিত সম্পূরক নোটিশকে 'বেআইনী' ও 'অবৈধ' ঘোষণা করে ৫ দিনের মধ্যে নোটিশ প্রত্যাহারের পাল্টা অপ্টিমেটাম দেয়া হয়। ৫ মে দেয়া সম্পূরক নোটিশ সম্পর্কে জবাবে আরও বলা হয়, নোটিশের 'চ' 'ছ' 'জ' 'ঝ' 'ঞ' 'ট' 'ঠ' 'ড' এবং 'ঢ' অনুচ্ছেদ বেগম খালেদা জিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ নোটিশ সম্পূর্ণ পক্ষপাতমূলক, অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং এখতিয়ার বহির্ভূত।

এর আগে ২০ এপ্রিল আপনি (সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসক) যে নোটিশ দিয়েছিলেন সেটিও অবৈধ এবং পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ায় সেটির বিরুদ্ধে রিট (নং-২৯১০/০৯) করা হয়েছে যা এখন শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। দ্বিতীয় নোটিশ তাই আদালতের প্রতি অবজ্ঞার শামিল। সম্পূরক নোটিশ এ জবাব প্রেরণের ৫ দিনের মধ্যে প্রত্যাহার কিংবা বাতিল না করলে বিষয়টি উচ্চ আদালতে উত্থাপন করা হবে। বেগম জিয়ার কৌঁসুলি ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকন বলেন, নোটিশের জবাব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেনা ভূ-সম্পত্তি বিভাগের পরিচালক, সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসনের পরিচালক এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের এস্টেট অফিসারকে রোববার রাতে কুরিয়ার সার্ভিস এবং রেজিস্ট্রার্ড ডাকের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এদিকে সম্পূরক নোটিশের জবাব প্রসঙ্গে এটর্নি জেনারেলে মাহবুবে আলম সাংবাদিকদের বলেন, তাদের জবাবে সম্পূরক নোটিশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই। সম্পূরক নোটিশে জানতে চাওয়া হয়েছিলো বেগম জিয়াকে লিজ প্রদানের প্রক্রিয়া বৈধ ছিলো কি না। এ বিষয়ে জবাবে কিছু বলা হয়নি।

প্রসঙ্গত: গত ৮ এপ্রিল মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে বেগম খালেদা জিয়াকে দেয়া শহীদ মইনুল রোডের বাড়ীর লিজ বাতিল করা হয়। এর এক সপ্তাহ আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বাড়ীটি বেচ্ছায় ছেড়ে দেয়ার জন্য বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। এর পরপরই কেবিনেটে বর্ধিত বাতিলের ১২ দিন পর ২০ এপ্রিল সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর বেগম খালেদা জিয়ার দখলে থাকা শহীদ মইনুল রোডস্থ ৬ নম্বর বাড়ীর ২ দশমিক ৭২ একর জমি ও উপরস্থ ভবনাদি দখল সরকারের অনুকূলে প্রত্যার্পণের নোটিশ দেয়। এ নোটিশ চ্যালেঞ্জ করে ৩ মে বেগম জিয়া রিট করলে রিটটি বর্তমানে শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। এ পর্যায়ে ৭ মে সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন থেকে আরও একটি সম্পূরক নোটিশ পাঠানো হয়। বেগম খালেদা জিয়া ১০ মে সম্পূরক নোটিশের জবাব দেন।

পুলিশ পাহারায়

১৬-এর পৃষ্ঠা

হত্যা মামলার আসামী মতিঝিল থানার সাবেক ওসি রফিককে গতকাল সোমবার মহানগর দায়রা জজ আদালতে হাজির করা হয়। একই সময় ভিন্ন ভিন্ন মামলায় মহানগর দায়রা জজ আদালত ভবনে হাজির করা হয় শীর্ষ সন্ত্রাসী তাজ ও ইব্রাহিমকে। মোমিন হত্যা মামলার কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর পরই ওসি রফিক উঠে যান আদালত ভবনের তৃতীয় তলায়। সেখানে আগে থেকেই পুলিশী পাহারায় অপেক্ষা করছিল তাজ ও তার স্ত্রী এবং সন্ত্রাসী ইব্রাহিম। এ দুই সন্ত্রাসীকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। ওসি রফিক তৃতীয় তলায় যাওয়ার পর তারা চারজন মিলে একান্তে এক ঘণ্টা মিটিং করে। এসময় কারো হাতেই হ্যান্ডকাপ পরানো ছিল না। পুলিশ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের পাহারা দিচ্ছিলো। কাউকে ধারেকাছে ভিড়তে দেয়নি। বেলা ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত দুই শীর্ষ সন্ত্রাসীর সাথে মোমিন হত্যা মামলার [illegible] আসামী ওসি রফিকের একান্তে [illegible] শত মানুষ দেখেছে।

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজে

নিউজপ্রি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেয়া সম্ভব হবে না। এই সংকটের মুখে পড়বে। গতকা এক বিবৃতিতে নোয়ার নে বলেন। বিবৃতিতে বলা হ নিউজ পেপার ওনার্স এ (নোয়ার) দীর্ঘদিনের দাবীর ২০০৭-০৮ অর্থবছরের নিউজপ্রিন্টের আমদানী শুল্ক থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয় বর্তমান নিয়মে আমদানী কর ১৯ শতাংশ অর্থ (শুল্ক ১৫ শত ৩ শতাংশ ও পিএসআই) ১ শ সরকারী কোষাগারে জমা দিচ্ছি শুল্ক শূন্য করার শর্তে ২০০৮ থেকে সংবাদপত্রগুলোতে সম্প্র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় অনেক শুল্কমুক্ত নিউজপ্রিন্ট আমদা থাকায় সংবাদপত্রগুলো এই মতে বহন করছে। শুল্ক শূন্য করলে তা আর সম্ভব হবে না নোয়ার নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলে নিউজপ্রিন্ট মিল এসোসিয়ে অনুযায়ী নিউজপ্রিন্ট আমদানীর শুল্ক আরোপ করলে কোন পক্ষেই সরাম ওয়েজবোর্ড অ ভাতা দেয়া সম্ভব হবে না। অনুযায়ী ৫০ শতাংশ নিউজপ্রি কেনার শর্ত দিলে সংবা নিয়মানের দেশীয় নিউজপ্রিন্ট কিনতে হবে। অন্যদিকে, আরোপ করলে আমদানী খরচ দুই দিকেই খরচ বেড়ে যাওয়া শিল্প গভীর সংকটে পড়বে। বা দিনবন্ধলের কথা বলে ক্ষমত আমরা আশা করব, সরক সংবাদপত্র ও তথ্য প্রবাহকে নিউজপ্রিন্ট আমদানীর ওপর শু বহাল রাখবে।

সংবাদপত্র মালিক সমিতি নে দেশীয় নিউজপ্রিন্ট কারখানা শিল্পকে রক্ষা করতে নিউজপ্রি ওপর শুল্ক বাড়ানোর প্রস্তা নিজেদের পণ্যের মান বাড়াবে মনোযোগ দেয়নি। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা হচ্ছে, দেশীয় নিউজ আমদানী করা নিউজপ্রিন্টের বারাপ। তারপরও বিদেশী চেয়ে নিম্নমানের দেশীয় প্রতিটন মূল্য ১০ হাজার টাকা দেশে উৎপাদিত নিউজপ্রিন্টের মেট্রিক টন ৫০ হাজার টাকা। করা বিদেশী নিউজপ্রিন্টের মূল্য হাজার ৫০০ টাকা। দেশীয় মধ্যে এক থেকে তিনটি জোড়া ছাপানোর সময় কাগজ ছিঁড়ে মধ্যে ফলস কাগজ ও টিস্যু পে পাতলা কাগজ থাকে। ফলে হয়। দেশী কাগজের মান থাকে না। এসব কারণে অপচয় ব্যয় অনেক বেড়ে

Bangladesh Ch
BCIC Bhab
INTERNATION
Bangladesh Chemical Industries Corpor
± 5% Prilled Urea in bag (minimum offer quant
in accordance with the terms & conditions set ou

	GOVERNMENT OR
1	Ministry/Division
2	Agency
3	Procuring Entity Name